যুগান্তর

তারিখ 01 MAR 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঢাবির ছাত্রী হলে করুণ দশা শিক্ষার পরিবেশ নেই

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীহলগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। সিট সংকটে ভুগছে ছাত্রীরা। নির্ধারিত সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি ছাত্রী অবস্থান করছে প্রতিটি রুমে। ডাইনিং থেকে সরবরাহ করা নিম্নমানের পচা খাবার তাদের জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। তীব্র পানি সংকট ছাত্রীদের নিত্যসঙ্গী। রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, কুয়েত মৈত্রী হল এবং বেগম ফজিলাতুন্নেসা হল ও নওয়াব ফয়জুন্নেসা ছাত্রীহলের ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে এসব কথা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিদ্যমান হাজারও সমস্যার কারণে পাঁচটি ছাত্রীহলের প্রায় দশ হাজার আবাসিক ছাত্রীর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের প্রথম ও সর্ববৃহৎ আবাসিক হল রোকেয়া হল। এ হলে ছাত্রীদের আবাসিক সিট সংখ্যা বর্তমানে ১২৬৫টি। বৈতাবাসিকসহ এ হলে বর্তমানে বাস করছে প্রায় ৪ হাজার ছাত্রী। এ হলের আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতি বছর এ হলে অধিভুক্ত হওয়া ৫ শতাধিক ছাত্রীর মধ্যে বহু ছাত্রী প্রবন্দিকে অনেকটা গোপনে হলে বসবাস করেন। স্থান সঙ্কুলানের অভাবে এ হলে রয়েছে ১টি গণরুম। যেখানে বাস করে ২০-২৫ জন ছাত্রী। ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম ছাত্রীহল শামসুন্নাহার হল। এ হলে মেয়েদের ১০৩৪টি আসন থাকলেও বসবাসের জন্য রয়েছে ৫টি গণরুম। এসব রুমের প্রতিটিতে ২০-২৫

করুণ দশা : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

করুণ দশা : ছাত্রী হলে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জন করে ছাত্রী থাকেন। কখনও কখনও সেখানে ৩০-৩৫ জনও থাকেন। মনোবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্রী ফাতেমা জানান, তিনি যখন প্রথম বর্ষে ছিলেন তখন ৫৪১ নম্বর রুমে (গণরুম) একসঙ্গে ২২ জন ছিলেন। জানা যায়, এ হলে বর্তমানে অবস্থান করছে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার ছাত্রী। মেয়েদের সবচেয়ে ছোট হল হচ্ছে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল এবং ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল। কুয়েত মৈত্রী হলে আবাসিক সিটের সংখ্যা ৫২২টি। কিন্তু বৈতাবাসিকসহ এ হলে বর্তমানে সহস্রাধিক ছাত্রী বসবাস করছেন। আর বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের ৫০৮টি সিটে বসবাস করছেন প্রায় ১ হাজার ছাত্রী। নবাব ফয়জুন্নেসা ছাত্রীনিবাসটি এমফিল ও পিএইচডি ছাত্রীদের জন্য। বর্তমানে সেখানে প্রায় ২শ' ছাত্রী থাকছেন।

শামসুন্নাহার হলের ছাত্রী শাশী বলেন, কর্তৃপক্ষ হলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েই যেন দায়িত্ব শেষ করে ফেলেছে। কি সমস্যা রয়েছে, লেখাপড়া করতে পারছে কিনা ছাত্রীরা— তা দেখার যেন কেউ নেই। হলে থাকা এখন সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি। ফোর সিটের রুমে কমপক্ষে ৭-৮ জনকে থাকতে হয়। অনেক সময় আরও বেশি ছাত্রীকে একসঙ্গে থাকতে হয়।

ওই হলেরই দর্শন বিভাগের ছাত্রী আসমাউল হোসনা শাপলা বলেন, পাঁচটি গণরুমে ২০-২২ জন করে থাকেন। হলে রিডিং রুম নেই। অন্য রুমগুলোতে ডাবলিং-ট্রিপলিংয়ে থাকার কারণে ছাত্রীদের পড়াশোনা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। ডাইনিংয়ে নিম্নমানের খাবার দেয়া হয়। ছাত্রীরা বাজার করে রান্না করে খাবেন, তারও উপায় নেই। দামুরা (কর্মচারী), পচা ও নষ্ট তরকারি বিক্রি করেন। টয়লেট-বাথরুম সমস্যা প্রকট। গোসল করতে গেলে আগে বুকিং না দিলে দীর্ঘ লাইন ধরতে হয়। বৃষ্টি হলে এক্সটেনশন ভবনের ছাদ গলে রুমে পানি পড়ে। আর পুরো ভবনটি যেন মনে হয় কোন ফাঁকা ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটতে গেলে 'ডুম' 'ডুম' আওয়াজ হয়। কখন যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তা আল্লাহই জানেন।

মৈত্রী হলের ছাত্রী রুখসানা তাদের হলের সমস্যা সম্পর্কে বলেন, সমস্যায় জর্জরিত পুরো হল। সমস্যা কোনটা রেখে কোনটা বলব। ডাইনিংয়ে খাবার খেতে গেলে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। খাবারের দাম উচ্চ কিন্তু মান নিম্ন। তাও আবার পরিমাণে এত কম যে, আগে না গেলে সে বেলা না খেয়ে থাকতে হয়। সহস্রাধিক ছাত্রী হলে থাকলেও মাত্র ৩০ সিটের দুটি রিডিং রুম আছে হলে। বিদ্যুৎ চলে গেলে ডাইনিং এবং টিভি রুমে আলো থাকলেও অন্ধকারে ডুবে যায় রিডিং রুম। হল লাইব্রেরিতে নেই পর্যাপ্ত এবং প্রয়োজনীয় বই। কর্মচারীরা ইউনিফর্ম থাকা সত্ত্বেও তা পরে ডিউটি পালন করেন না।

সব হলেই ছাত্রীদের জন্য ডাক্তার নিয়োজিত আছেন। কিন্তু ডাক্তারের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে রয়েছে ছাত্রীদের হাজারও অভিযোগ। ছাত্রীরা বলেন, চার হলে মাত্র চারজন ডাক্তার আছেন। বেতনভোগী হওয়া সত্ত্বেও যেন দয়া করে তারা রোগী দেখেন। রাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (মাত্র ২ ঘণ্টা) রোগী দেখেন। ডিউটি সময় ছাড়া সংশ্লিষ্ট ডাক্তার রোগী দেখতে চান না। লোকপ্রশাসন বিভাগের ছাত্রী মুক্তা ছাত্রীদের সঙ্গে ডাক্তারের অশোভন আচরণের অভিযোগ করেন।

ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের ছাত্রী রিফাত বলেন, হলে বিনোদন বলতে শুধু টিভি। তাও সীমিত চ্যানেল। যান্ত্রিক ত্রুটি লেগেই থাকে। শামসুন্নাহার হলের সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী তানজিন চৌধুরী লিলি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসন সমস্যার কারণে ছাত্রীরা শুরুতেই ক্লাসে যোগ দিতে পারেন না। আবার ক্লাসে যোগ না দিলে পারসেনটেজের সমস্যা হয়।

উপাচার্যের বক্তব্য ও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ

ছাত্রীদের আবাসিক সংকট নিরসনের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কার্জন হল পূর্বপাশে রেলওয়ের দখলকৃত জমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি ছাত্রীহল নির্মাণের ঘোষণা দেন। এর আগে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তিনিও ওই একই স্থানে ছাত্রীহল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। দু-দু'জন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরও হল নির্মাণ হয়নি আজ পর্যন্ত। এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ বলেন, কিছু জটিলতার কারণে হল নির্মাণের কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। জমিটির দখল বুঝে পাওয়া গেছে। নকশা চূড়ান্তকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজও এগিয়েছে। সিগনিরই কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। উপাচার্য বলেন, শুধু ছাত্রী নয়, ছাত্রদেরও আবাসন এবং খাবার মান উন্নত, ক্রীড়া এবং সহশিক্ষা কার্যক্রম উন্নতকরণসহ অন্যান্য ব্যাপারেও পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাপন ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কর্তৃপক্ষ প্রতীকী মূল্যে জমিটি গ্রহণ করেছে। ২০০৮ সালের জুনের মধ্যে হলটি নির্মাণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থও দেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের দেড় বছরের বেশি পারও হয়। কিন্তু নকশা প্রণয়ন আর জমি অধিগ্রহণে কাটিয়ে দিয়েছে সময়। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে কর্তৃপক্ষ আরও এক বছর সময় বাড়িয়ে নিয়েছে বলে জানা গেছে। এছাড়া বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে পাঁচতলার আর একটি ভবন হচ্ছে। বেসরকারি প্রতি সিকদার গ্রুপের সহায়তায় এটি তৈরি হচ্ছে জানান হল প্রভোস্ট তাহমিনা আখতার তিনি বলেন, কাজ পুরোদমে চলছে। ওই পাঁচ শতাধিক ছাত্রীর বসবাসের ব্যবস্থ যাবে।